



Research Article

ডিজিটাল শিক্ষায় একাগ্রতার ভাঙন ও জ্ঞানবোধের সংকট

মহাদেব নন্দী

Assistant Professor, B.T.T. I B. ED, College, Bishnur, Bankura, West Bengal, India

Corresponding Author: *মহাদেব নন্দী

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19292086>

সারসংক্ষেপ

প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে শিক্ষার ধরনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে এখন আর শেখা কেবল বই বা শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষাকে অনেক বেশি সহজলভ্য করে তুলেছে। এই পরিবর্তন যেমন নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি কিছু অদৃশ্য সমস্যার জন্মও দিয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনার সময় অনেক শিক্ষার্থী পুরোপুরি মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তারা ক্লাসে উপস্থিত থাকলেও মন অন্যত্র চলে যায়। একই সঙ্গে দ্রুত তথ্য পাওয়ার সুবিধা তাদের মধ্যে গভীরভাবে বোঝার আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে। এই আলোচনায় ডিজিটাল শিক্ষার এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে সামনে রেখে একাগ্রতার ভাঙন ও জ্ঞানবোধের দুর্বলতার দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 10-10-2025
- Accepted: 28-11-2025
- Published: 30-12-2025
- IJCRM:4(6); 2025: 706-708
- ©2025, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

মহাদেব নন্দী. ডিজিটাল শিক্ষায় একাগ্রতার ভাঙন ও জ্ঞানবোধের সংকট. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(6):706-708.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: ডিজিটাল শিক্ষা, একাগ্রতা, জ্ঞানবোধ, শেখার অভ্যাস

ভূমিকা

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যেখানে প্রযুক্তি ছাড়া দৈনন্দিন জীবন কল্পনা করা কঠিন। শিক্ষাক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। কয়েক বছর আগেও যেখানে শ্রেণিকক্ষই ছিল শেখার প্রধান জায়গা, এখন সেখানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম একটি বড় ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের মাঝেই একটি প্রশ্ন ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে—শিক্ষার্থীরা কি আগের মতো মনোযোগ দিয়ে শিখছে?

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অনলাইন ক্লাস চলাকালীন অনেক শিক্ষার্থী একসঙ্গে একাধিক কাজে যুক্ত থাকে। কেউ চ্যাট করছে, কেউ অন্য অ্যাপ ব্যবহার করছে—ফলে শেখার ধারাটি ভেঙে যায়। বিষয়টি চোখে পড়ার মতো হলেও আমরা অনেক সময় এটিকে গুরুত্ব দিই না।

এই লেখায় তাই ডিজিটাল শিক্ষার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই আলোচনার মাধ্যমে মূলত কয়েকটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে—

ডিজিটাল মাধ্যমে শেখার প্রকৃত প্রভাব কী

কেন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহজেই ভেঙে যায়

জ্ঞান বোঝার ক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে

এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার মান কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে

এবং এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী হতে পারে

গবেষণার পদ্ধতি

এই কাজটি কোনো নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা নয়; বরং এটি পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ থেকে পাওয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

শিক্ষার্থীদের আচরণ, অনলাইন ক্লাসে তাদের অংশগ্রহণ এবং শেখার ধরণ লক্ষ্য করে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি প্রথাগত ও ডিজিটাল শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে কিছু পার্থক্যও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

শিক্ষায় প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে বহু গবেষক কাজ করেছেন। কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার শেখাকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে, আবার অন্যরা সতর্ক করেছেন যে অতিরিক্ত নির্ভরতা মনোযোগে প্রভাব ফেলতে পারে।

কিছু গবেষণায় এটাও উঠে এসেছে যে ইন্টারনেটের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষের গভীরভাবে চিন্তা করার প্রবণতাকে কমিয়ে দিতে পারে। আবার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও স্বীকার করেছে যে ডিজিটাল শিক্ষা প্রয়োজনীয় হলেও এর গুণগত মান ধরে রাখা সহজ নয়।

এই বিভিন্ন মতামত একত্রে দেখলে বোঝা যায়, বিষয়টি একপাক্ষিক নয়; বরং এর ভেতরে জটিলতা রয়েছে।

সমস্যার প্রকৃতি

১. একাগ্রতার ভাঙন

ডিজিটাল পরিবেশে মনোযোগ ধরে রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ছোট ছোট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনো আকর্ষণ মুহূর্তের মাঝেই মনোযোগ সরিয়ে নেয়। একসময় দেখা যায়, পড়াশোনার চেয়ে অন্য কাজেই বেশি সময় চলে যাচ্ছে।

২. জ্ঞানবোধের দুর্বলতা

এখন তথ্য খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। কিন্তু সেই তথ্যকে নিজের মতো করে বোঝা বা ব্যবহার করা সবসময় হয় না। অনেকেই দ্রুত উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বিষয়টির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা কম করে।

কারণসমূহ

এই সমস্যাগুলোর পেছনে বেশ কিছু বাস্তব কারণ রয়েছে। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে ক্লান্তি আসে—এটা খুব স্বাভাবিক। সেই ক্লান্তি ধীরে ধীরে মনোযোগ কমিয়ে দেয়।

আরেকটি বিষয় হলো অভ্যাসের পরিবর্তন। এখন অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়ার বদলে দ্রুত উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে।

এছাড়া চারপাশে এত বেশি তথ্য যে, কোনটি প্রয়োজনীয় আর কোনটি নয় তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিভ্রান্তিও শেখার পথে বাধা তৈরি করে।

প্রভাব

এর প্রভাব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পড়াশোনায় আগ্রহ কমে যায়, দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থী অনেক কিছু জানে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে গেলে সমস্যা হয়।

মানসিক দিক থেকেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়—যেমন অস্থিরতা, ক্লান্তি বা ঘুমের সমস্যা। এগুলোও শেখার উপর প্রভাব ফেলে।

সমাধানের উপায়

এই পরিস্থিতি পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও কিছু সচেতন পদক্ষেপের মাধ্যমে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রথমেই প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট রুটিন। পড়ার সময় মোবাইলের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমানো খুবই জরুরি। ছোট ছোট বিরতি নিয়ে পড়লে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়।

শুধু অনলাইন নয়, বই পড়া বা হাতে লিখে নোট তৈরি করার অভ্যাসও রাখা উচিত। এতে বিষয়টি বেশি ভালোভাবে মনে থাকে।

এছাড়া নিজের উপর একটু নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। সবসময় দ্রুত ফল পাওয়ার চেয়ে ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করা বেশি কার্যকর।

উপসংহার

ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে—এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এর সাথে যে চ্যালেঞ্জগুলো এসেছে, সেগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, শেখার মূল বিষয়টি প্রযুক্তির উপর নয়, বরং শিক্ষার্থীর মনোভাব ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে ডিজিটাল মাধ্যমই শেখার সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. Mayer RE. মাল্টিমিডিয়া শিক্ষণের কেমব্রিজ হ্যান্ডবুক। Cambridge: Cambridge University Press; 2014.
2. Selwyn N. শিক্ষা ও প্রযুক্তি: গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিতর্ক। London: Bloomsbury Publishing; 2016.
3. Carr N. দ্য শ্যালোজ: ইন্টারনেট আমাদের মস্তিষ্কের উপর কী প্রভাব ফেলছে। New York: W.W. Norton & Company, 2010.
4. UNESCO. কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে শিক্ষা। Paris: UNESCO Publishing; 2020.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.